বিজেপি

চার্জশিট

তৃণমূলের ১৫ বছরের অপশাসন

রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গের অভিশপ্ত অধ্যায়

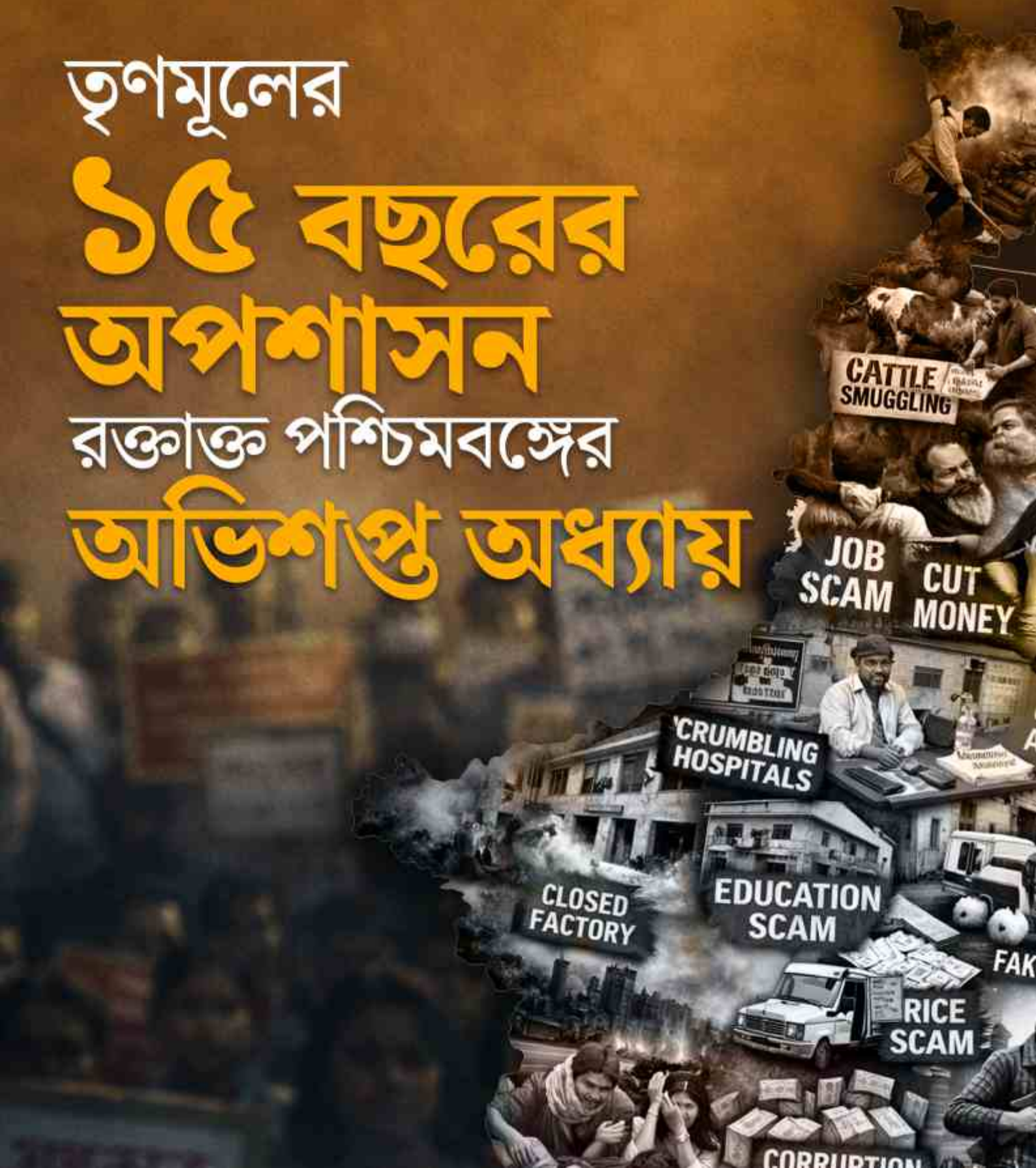

সঙ্কটে পশ্চিমবঙ্গ
এক অবরুদ্ধ ব্যবস্থার আখ্যান

রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়

- **সর্বগ্রাসী সিন্ডিকেট:** সিন্ডিকেট রাজের দাপটে আজ কয়লা, পিডিএস বা এসএসসি—সর্বত্রই দুর্নীতির জয়জয়কার; জন্ম থেকে মৃত্যু, প্রতিটি সরকারি পরিষেবা আজ এই 'কাট-মানি'র রাহুগ্রাসে বন্দি
- **আর্থিক অব্যবস্থা:** ২০ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর ন্যায্য মহার্ঘ ভাতা (DA) অস্বীকার এবং সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর না করার এই প্রশাসনিক উদাসীনতা আসলে চরম আর্থিক দেউলিয়া ও দায়িত্বহীনতারই নামান্তর
- **প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা:** সুপ্রিম কোর্টের অনুশাসনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় যে অন্তরায় সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর এক অনভিপ্রেত আঘাত

নিরাপত্তা ও আইনের শাসন:

- **রক্তস্নাত রাজত্ব:** ৩০০ টি রাজনৈতিক প্রাণহানি এবং ১৩,০০০-এর অধিক খুনের অপচেষ্টার পরিসংখ্যান আজ রাজ্যকে এক অপরাধের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে; মুর্শিদাবাদ থেকে মোমিনপুর—ত্রাসের এই বিস্তার আজ প্রশাসনিক ব্যর্থতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন
- **অরক্ষিত নারী ও প্রশাসনের মুখচ্ছবি:** পার্ক স্ট্রিট থেকে সন্দেশখালি, সুবিচার আজও অধরা; ৩৪,৭৩৮টি অপরাধের এই বিশাল খতিয়ান প্রমাণ করে যে, নারী সুরক্ষা এ রাজ্যে আজ কেবলই এক অলীক স্লোগান
- **গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ:** বিরোধী দলনেতার সাসপেনশন এবং বিরোধী বিধায়কদের ক্রমাগত কোণঠাসা করার এই ঘৃণ্য প্রয়াস আসলে সংসদীয় রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়ে একদলীয় আধিপত্য কায়েমেরই কুৎসিত নগ্নতা

অর্থনৈতিক ও শিল্পায়নের অধোগতি

- **রিক্ত শিল্পাঞ্চল:** ৬৬৮৮টি সংস্থার রাজ্যত্যাগ এবং ১৮,৪৫০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অকালমৃত্যু আজ বাংলার শিল্পায়নের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছে
- **মেধার নির্বাসন:** ৪৭.৬ শতাংশ উচ্চশিক্ষিত বেকারের হাহাকার আজ বাংলার ঘরে ঘরে; ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে ৪০ লক্ষ যুবক
- **কৃষি সংকট:** কৃষি-সংকট: আলু ও ধান চাষে চরম দুর্দিন, মৎস্য ও দুগ্ধ পালনে সুসংবদ্ধ তোলাবাজি এবং উত্তরবঙ্গের ৫ লক্ষ চা-শ্রমিকের জীবন আজ প্রশাসনের চরম ঔদাসীন্যে বিপন্ন

সামাজিক কাঠামোর চুরমার দশা

- **করাল গ্রাসে শিক্ষা:** শিক্ষক নিয়োগে অভাবনীয় দুর্নীতির জেরে ২৬,০০০ কর্মসংস্থান আজ আদালতের কাঠগড়ায় এবং ৮,০০০ স্কুলের দরজায় ঝুলছে তালা
- **চিকিৎসার অন্ত্যেষ্টি:** আয়ুষ্মান ভারত প্রত্যাখ্যান, জাল ওষুধের রমরমা এবং সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতালগুলোর পরিকাঠামোগত দৈন্যদশা আজ রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে এক কঙ্কালসার প্রহসনে পর্যবসিত করেছে
- **শহুরে ক্ষয়িষ্ণুতা:** বেআইনি নির্মাণের রমরমা, উড়ালপুল বিপর্যয় এবং পৌনঃপুনিক অগ্নিকাণ্ডের মারণ-ফাঁদে কলকাতার নড়বড়ে পরিকাঠামো আজ এক জরাজীর্ণ শ্মশানে পর্যবসিত হয়ে প্রশাসনের চরম অদূরদর্শিতারই নগ্ন দলিল হয়ে উঠেছে

১৫ বছর আগে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে 'পরিবর্তন' তথা নতুন এক ভবিষ্যতের আশা দেখানো হয়েছিল। অথচ আজ সেই আশা এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে, রাজ্যে চরম অপশাসন চলছে। 'পরিবর্তন'-এর মুখোশের আড়ালে তৃণমূল সরকারের আসল রূপ এখন সবার সামনে স্পষ্ট। চারদিকে এখন শুধু রাজনৈতিক হিংসা এবং দুর্নীতি। এর পাশাপাশি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনবিন্যাস বদলে দেওয়ার ফলে প্রশ্নের মুখে রাজ্যের সুরক্ষা

সযত্নে তৈরি করা সততার মুখোশ আজ সম্পূর্ণ খসে পড়েছে। মুখোশের আড়াল থেকে এমন এক স্বৈরতন্ত্র বেরিয়ে এসেছে, যা আজ সাধারণ বাঙালি নাগরিকের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। 'কাট-মানি'-র সন্ত্রাস এবং 'সিন্ডিকেট রাজ'-এর দাপটের কাছে আমাদের গর্বের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রীতিমতো বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে

যে সরকার রাজ্যের সব ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে সাধারণ মানুষকে চরম ধ্বংস ও দুর্দশার মুখে ফেলে দিয়েছে, এটি সেই সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের চার্জশিট (অভিযোগপত্র)

অনুপ্রবেশে

মদত ও রাজনৈতিক তোষণ

সীমান্ত রক্ষা ও অনুপ্রবেশ রুখতে তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কঠোর আইনি পদক্ষেপ তো দূরস্থ, ভোটব্যাঙ্কের এবং তোষণের রাজনীতির কারণে অনুপ্রবেশকারীদেরই কার্যত আড়াল করা হচ্ছে।

- **অনুপ্রবেশের নিরাপদ চারণভূমি:** পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন ২২১৬.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে ৫৬৯ কিলোমিটার এখনো কাঁটাতারবিহীন। তৃণমূল সরকারের জমি অধিগ্রহণে চরম উদাসীনতাই এই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে অন্তরায় হয়েদাঁড়িয়েছে

- **সীমান্ত প্রহরায় আদালতের হস্তক্ষেপ:** ২০২৬-এর জানুয়ারিতে কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়ার লক্ষ্যে ন'টি সীমান্তবর্তী জেলার জমি অবিলম্বে বিএসএফ-এর হাতে তুলে দিতে হবে রাজ্য সরকারকে

- **জালে ২৬৮৮ অনুপ্রবেশ:** বিএসএফ-এর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ আজ অবৈধ অনুপ্রবেশের প্রধান প্রবেশদ্বার; যেখানে তৃণমূলের সিন্ডিকেট চক্র জাল আধার ও ভোটার কার্ড তৈরির মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে এই অনুপ্রবেশে মদত জুগিয়েছে

- **গরু পাচার থেকে জাল নোটের রমরমা:** ভারতের 'জাল নোটের রাজধানী' মালদায় আজ দুষ্কৃতীদের দাপট। গরু পাচার আর জাল নোটের সিন্ডিকেটকে শেষ করতে ক্রমাগত জওয়ানদের রক্ত ঝরছে সীমান্তে। অপশাসনের এই চরম পর্যায়ে আইনের বদলে কায়েম 'হুমকি-সংস্কৃতি', যা আদতে শাসকদলের তোষণ-সর্বস্ব রাজনীতিরই পরিণতি

- **বিপন্ন আজ চিকেন নেক:** উত্তরবঙ্গের এই সংকীর্ণ করিডোরটির নিরাপত্তা তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কের রাজনৈতিক তোষণের রাজনীতিতে বিপন্ন হয়েছে। জনবিন্যাসের পরিকল্পিত বিবর্তন যেভাবে এই ভূখণ্ডের ভারসাম্য নষ্ট করছে, তা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক অশনিসংকেত। উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশকে হাতিয়ার করে জনবিন্যাস বদলানোর অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে

দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির শীর্ষে তৃণমূল

তৃণমূল কংগ্রেস এখন আর কোনও সাধারণ রাজনৈতিক দল নয়, এটি সম্পূর্নরূপে একটি অপরাধ চক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই পচন শিকড় থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতৃত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত।

কোটি কোটি টাকার কয়লা পাচার কেলেঙ্কারি: ২০,০০০ কোটি টাকার অবৈধ খনন সিন্ডিকেট সুপরিকল্পিতভাবে সরকারি কোষাগার লুঠ করেছে এবং বিদেশি হাওয়ালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের টাকা পাচার করেছে। এই সংগঠিত চুরি পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদকে "ভাইপো"-র ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে পরিণত করেছে। এরফলেই রাজ্যে দুর্নীতি আর অপশাসন এভাবে জাঁকিয়ে বসেছে।

১০,০০০ কোটি টাকার রেশন দুর্নীতি: গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ রেশন চুরি করে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে পাচার করা হয়েছে। আর এই গোটা দুর্নীতির নেতৃত্বে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।1

স্কুল সার্ভিস কমিশন দুর্নীতিতে ২৬,০০০ চাকরি বাতিল: যোগ্য তরুণ-তরুণীদের আত্মহত্যার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। টাকার বিনিময়ে নির্লজ্জভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরিগুলো বিক্রি করা হয়েছে। এই দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

১০০ দিনের কাজের (MGNREGA) জব কার্ড দুর্নীতি: ২৫ লক্ষেরও বেশি ভুয়ো জব কার্ড আর ভুয়ো কাজের হিসেব দেখিয়ে বিপুল টাকা লুঠ করা হয়েছে। গরিব মানুষের হকের মজুরি শেখ শাহজাহানের মতো দালালরা চুরি করেছে, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই দুর্নীতিগ্রস্ত পঞ্চায়েত আধিকারিকদের আড়াল করে বাঁচিয়েছে।

ডিয়ার লটারি কেলেঙ্কারি: বিক্রীত টিকিটে কারচুপি করে বড়ো অঙ্কের ভুয়ো পুরস্কার জেতার নামে ৪০০ কোটি টাকার বিশাল দুর্নীতি করেছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল এবং বিবেক গুপ্ত সহ অনেকে রাতারাতি এই লটারির "জ্যাকপট বিজয়ী" হয়ে যান, আর অন্যদিকে লটারি-মালিক তৃণমূলকে বিপুল অঙ্কের ইলেক্টোরাল বন্ড বা নির্বাচনী চাঁদা প্রদান করেন।

মিড-ডে মিল কেলেঙ্কারি: দুর্নীতিবাজ ঠিকাদার আর স্থানীয় পঞ্চায়েত নেতারা ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির খাতায় জালিয়াতি করে এবং স্কুলের চাল-ডাল কালোবাজারে বিক্রি করে ১০০ কোটি টাকারও বেশি লুঠ করেছে। গরিব পড়ুয়াদের পোকা-ধরা খাবার দেওয়া হয়েছে, যা লাখ লাখ গরিব পরিবারের বিশ্বাসের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়

৪০, ০০০ কোটি টাকার অধিক চিটফান্ড কেলেঙ্কারি: লক্ষ লক্ষ নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের আর দিনমজুরদের জমানো টাকা লুঠ করে তাদের একেবারে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের একেবারে ওপরতলা থেকে এই দুর্নীতিবাজদের পুরোপুরি রাজনৈতিক মদত দিয়ে আড়াল করে বাঁচানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY) দুর্নীতি: তৃণমূলের দুর্নীতিবাজ পঞ্চায়েত নেতারা অত্যন্ত নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা বানিয়ে এবং ভুয়ো বিল দেখিয়ে কেন্দ্রের পাঠানো ৩৪৩ কোটি টাকা লুঠ করেছে। উদ্বোধনের কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন রাস্তা ভেঙে গেছে, আর প্রশাসন সাধারণ মানুষের এসব অভিযোগে কর্ণপাতও করেনি।

১০০ কোটি টাকার মালদহ বন্যা ত্রাণ দুর্নীতি: বন্যাদুর্গতদের উদ্ধারের জন্য বরাদ্দ জরুরি সরকারি তহবিল সম্পূর্ণ ভুয়ো তথ্যের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং একটি মাত্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪২ বার পর্যন্ত বেআইনি টাকা পাঠানো হয়েছে।

আমফান ঘূর্ণিঝড়ের ত্রাণের ১,০০০ কোটি টাকা লুঠ: আমফান ঘূর্ণিঝড়ের পর দুর্গতদের সাহায্যের জন্য আসা এনডিআরএফ (NDRF) তহবিলের ১,০০০ কোটি টাকারও বেশি 'সিন্ডিকেট রাজ' এবং ভুয়া উপভোক্তাদের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

সীমান্তে গরু পাচার কেলেঙ্কারি: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অনুব্রত মণ্ডলের মদতে এক বিশাল গরু পাচার চক্রের কারবার চলে। এই পাচার চক্র থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার কালো বাজারি হয়েছে।

প্রশাসনিক অরাজকতা এবং রাজনৈতিক অপশাসন

তৃণমূল সরকারের চূড়ান্ত উদাসীনতার জন্যই সরকারি কর্মচারীরা আজ আর্থিক এবং মানসিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

- **ডিএ থেকে বঞ্চিত সরকারি কর্মচারীরা এবং অবসরপ্রাপ্তকর্মী:** রাজ্যের ২০ লাখ সরকারি কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্তকর্মীরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ দেওয়া হয়নি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে অবশেষে সুপ্রিম কোর্টকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, ডিএ পাওয়া কর্মচারীদের আইনি অধিকার।এবং তৃণমূল সরকারকে ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া সমস্ত ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়

- **সপ্তম বেতন কমিশন চালু না হওয়া:** পশ্চিমবঙ্গে এখনও সপ্তম বেতন কমিশন চালু করা হয়নি। তৃণমূল সরকারের অপদার্থতাতেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন

- **ভোটার তালিকা সংশোধনে বাধা:**ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) কাজে তৃণমূল অনেক ঝামেলা করলেও সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে এই কাজ কোনো বাধা ছাড়াই চালিয়ে যেতে হবে

আইন-শৃঙ্খলার

চরম অবনতি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে 'আইনের শাসন' পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে, এখন চলছে 'শাসকের আইন'। রাজ্যের পুলিশ এখন তৃণমূলের দলদাস হিসেবে কাজ করছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বলতে আর কিছুই নেই।

হিংসাত্মক অপরাধের ভয়াবহ কিছু তথ্য

- পশ্চিমবঙ্গে **১৩,৮৯৪** জনকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ, যা সারা দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি
- **৪,০৯৮** জনের ওপর গুরুতর হামলার অভিযোগ, এটিও দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। এটি প্রমাণ করে যে রাজ্যে সরকারি মদতে রক্তপাত চলছে
- ২০২৩ সালে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী **৪৪৭** জন নাবালিকাকে নৃশংসভাবে অপহরণ করা হয়েছে, যা গোটা ভারতে সবথেকে বেশি। এটি শিশুদের নিরাপত্তার করুণ অবস্থাকেই তুলে ধরে
- পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের ওপর হওয়া অপরাধের হার প্রতি লাখে ২২.৫, যা জাতীয় গড় ১৭.৮-এর চেয়ে অনেক বেশি
- মুর্শিদাবাদ, ভাঙড়, মহেশতলা এবং রিষড়ায় পরিকল্পিতভাবে গুন্ডামি ও দাঙ্গা বাধানো হয়েছে। পুলিশ ইচ্ছে করে দেরিতে পৌঁছেছে এবং বেছে বেছে একপক্ষের লোকেদের গ্রেফতার করেছে

সরকারি ব্যবস্থার পতন ও প্রশাসনিক অরাজকতা

- CAG রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবর্ষের রিপোর্টে দেখা গেছে যে, কেন্দ্র সরকারের থেকে পাওয়া অনুদানের **২.২৯ লাখ কোটি টাকার** কোনো খরচের হিসাব (Utilisation Certificate) রাজ্য সরকার জমা দেয়নি
- রাজ্যজুড়ে বোমা উদ্ধার এখন জলভাত হয়ে গেছে। তৃণমূলের মদতে বোমা তৈরি এখন অনেকটা 'কুটির শিল্পে'র মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বীরভূমের মতো জেলাগুলোতে সাধারণ শিশুরা খেলার বল মনে করে এই বোমা তুলতে গিয়ে মারাত্মক জখম হচ্ছে
- **দুর্নীতি দমনে 0% সদিচ্ছা:** এনসিআরবি (NCRB)-র তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দুর্নীতি দমন আইনে মাত্র ৮টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে এবং একজনেরও সাজা হয়নি। এটি প্রমাণ করে যে, সরকার নিজেই তার দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের আড়াল করে বাঁচিয়ে রাখছে

গণতন্ত্রের
ওপর আঘাত

তৃণমূলের শাসনে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আজ চরম সংকটের মুখে। ক্ষমতার এই ভয়ঙ্কর অপব্যবহার আর চরম প্রতিহিংসা পরায়ণতা পশ্চিমবঙ্গকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

- ২০১৬ থেকে ৩০০ জন বিজেপি কর্মী নির্বাচনী হিংসার বলি হয়েছেন
- গত জানুয়ারি মাসে পশ্চিম মেদিনীপুরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হন
- পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে **অপশাসনের হাতিয়ার** হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে
    - পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (PAC) চেয়ারম্যান পদে বিরোধী দল বিজেপির কোনো বিধায়ককে নিয়োগ করা হয়নি
    - বিধানসভার কোনো স্ট্যান্ডিং কমিটি বা অন্য কোনো কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বিরোধী দল বিজেপির কাউকে সুযোগ দেওয়া হয়নি
    - স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্যান্য বিধায়কদের বারবার অন্যায়ভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। স্পিকার বিরোধী দলনেতাকে মোট ৫ বার সাসপেন্ড করেছেন, যার ফলে প্রায় ১১ মাস তাঁকে বিধানসভার বাইরে থাকতে হয়েছে
    - পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আজ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সংক্রান্ত একটি প্রশ্নও গ্রহণ করা হয়নি
- ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো আর বেআইনি ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত করার জন্য যে বিশেষ সংশোধনের (SIR) কাজ শুরু হয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার বাধা সৃষ্টি করেছেন এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করেছেন

নারীদের
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে "নারীদের রক্ষাকারিণী" বলে আখ্যায়িত করেন, অথচ পশ্চিমবঙ্গ আজ নারী সম্মানের শ্মশানে পরিণত হয়েছে। এই সরকারের প্রথম কাজই হলো অপরাধীকে আড়াল করা আর নির্যাতিতার মুখ বন্ধ করে দেওয়া।

হতাশার খতিয়ান

(NCRB ২০২৩ এবং সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী)

- **৩৪,৭৩৮টি** নারী নির্যাতনের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এর ফলে নারীদের ওপর হওয়া অপরাধের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে
- **১৯,৬৯৮টি** গার্হস্থ্য হিংসার মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। প্রতি লাখে এই হার ৪০.৫, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি
- ভারতের মোট অ্যাসিড হামলার ২৭.৫% এই রাজ্যে ঘটে (সারা দেশে ২০৭টির মধ্যে ৫৭টি ঘটনা)। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ আজ দেশের অ্যাসিড হামলার রাজধানীতে পরিণত হয়েছে
- ২০২৩ সালের শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৩.৬৮ লাখ মামলা ঝুলে ছিল, যা সারা দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। ২০১৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ২.৩৪ লাখ অর্থাৎ মাত্র কয়েক বছরে ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা ৫৬% বেড়েছে। এছাড়া ২০২৩ সালে নারীদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের মামলায় ১৯,০০৫ জন অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে

তৃণমূলের 'অপরাধীদের বাঁচানোর' আসল চেহারা

- **আরজি কর কাণ্ড:** এক মহিলা ডাক্তারকে সরকারি হাসপাতালের মধ্যেই নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুন করা হয়। সন্দীপ ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ প্রশাসন একে প্রথমেই 'আত্মহত্যা' বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং প্রমাণের জায়গা নষ্ট করার চেষ্টা চালায়
- **সন্দেশখালি আতঙ্ক:** তৃণমূলের দাপুটে নেতা শেখ শাহজাহান পুরো এলাকা জুড়ে এক চরম অরাজকতা চালিয়েছে। আদিবাসী মহিলাদের অসময়ে পার্টি অফিসে ডেকে যৌন হেনস্থা করা হতো। রাজ্য পুলিশ তাকে ৫৫ দিন ধরে আড়াল করে রেখেছিল
- **কসবা ল কলেজ ধর্ষণ:** কলেজের ভেতর টিএমসিপি (তৃণমূল ছাত্র পরিষদ) নেতাদের হাতে এক ছাত্রী ধর্ষিত হন। এটা প্রমাণ করে যে রাজ্যের কোথাও মহিলারা নিরাপদ নন
- **সালিশি সভা:** তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা বিচারের নামে 'সালিশি সভা' বসিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর চরম অত্যাচার চালায়। মহিলাদের দ্রুত বিচার দেওয়ার নাম করে আসলে সেখানে অপরাধীদেরই মদত দেওয়া হয়
- **পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ড:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নৃশংস গণধর্ষণকে 'সাজানো ঘটনা' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে রাজনৈতিক যোগ থাকা অপরাধীদের বাঁচানো যায়
- **হাঁসখালি ধর্ষণ:** তৃণমূল নেতার ছেলের হাতে এক নাবালিকা ধর্ষিত ও খুন হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী উল্টে সেই মৃত মেয়েটির চরিত্র নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন
- **কামদুনি গণধর্ষণ:**এক কলেজ ছাত্রীকে নৃশংসভাবে খুনের বিচার চাইতে গিয়ে গ্রামের যে সাহসী মহিলারা আন্দোলন করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের'মাওবাদী'- র তকমা দিয়েছিলেন। তৎসহ বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে পুলিশি চার্জশিটের শিথিলতার কারণে তারা নির্দোষ প্রমাণিত হয়
- **নির্যাতিতার ওপর দোষ চাপানো:** দুর্গাপুরে এক ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন যে, "মহিলাদের রাতে বাইরে বেরোনো উচিত নয়"। এছাড়া বারবার তিনি বিভিন্ন ঘটনাকে "সাজানো ঘটনা" বা "প্রেমের সম্পর্ক" বলে আসল অপরাধীদের আড়াল করেছেন

শিল্পের

শ্মশান

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে এক চরম অর্থনৈতিক পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। রাজ্যের যুবসমাজ কাজের অভাবে অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, একের পর এক কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং চাষিরা ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছেন।

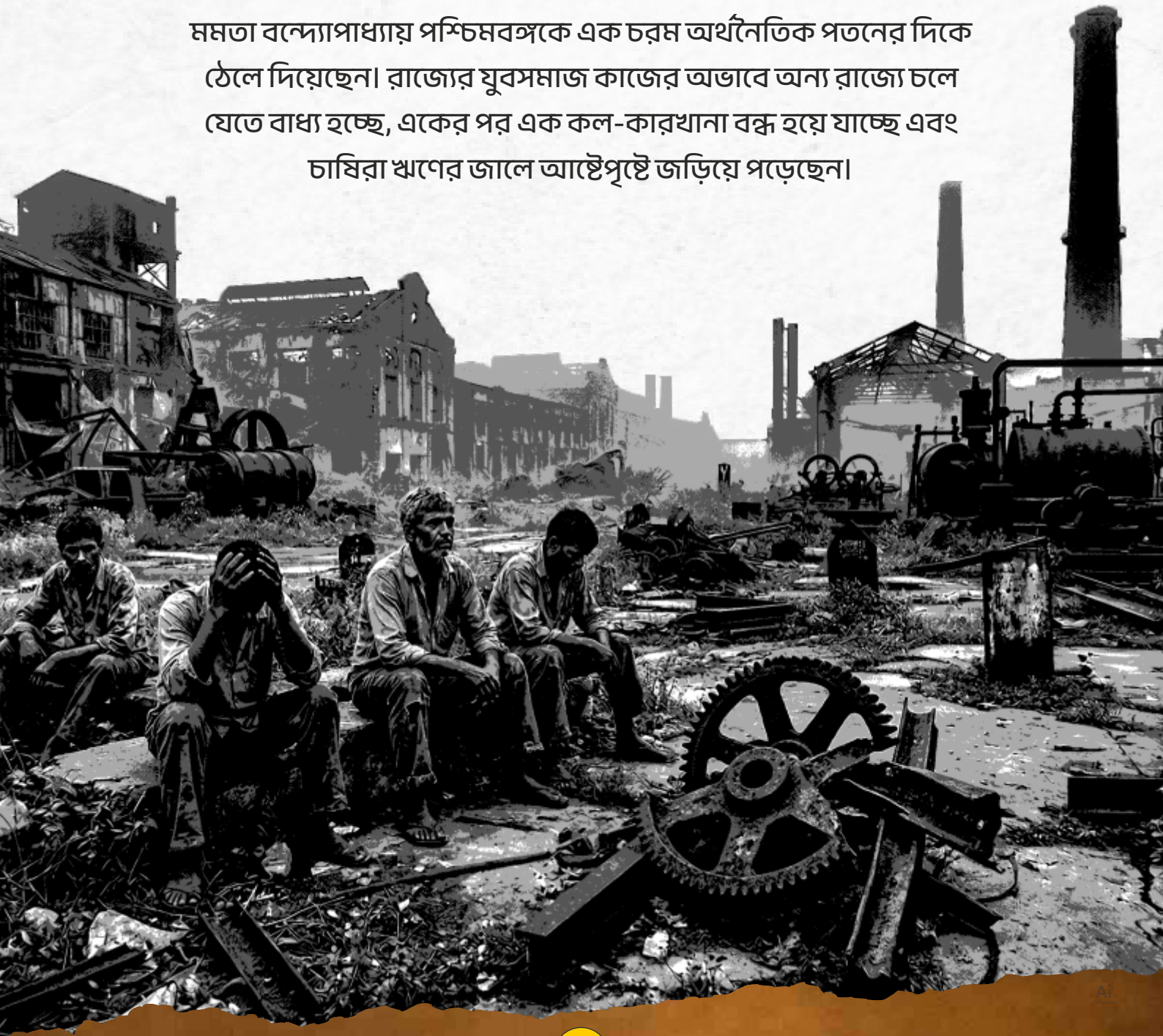

অর্থনৈতিক পতন ও ঋণের বোঝা

- **ভারতের মোট জিডিপিতে বাংলার অবদান মাত্র ৫.৬%:** ইএসি-পিএম (EAC-PM)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৬০-৬১ সালে দেশের মোট জিডিপিতে বাংলার অবদান যেখানে ছিল ১০.৫%, ২০২৩-২৪ সালে তা উল্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫.৬ শতাংশে। এ রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু আয়ও জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক নিচে (মাত্র ৮৩.৭%) নেমে গেছে
- **৮ লাখ কোটি টাকারও বেশি ঋণ:** বাজেট রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মধ্যে রাজ্যের ঋণের বোঝা এই বিশাল অংকে পৌঁছাবে। তৃণমূলের ভোট-ব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য বিলানো খয়রাতির খরচ জোগাতে গিয়ে বাংলায় জন্মানো প্রতিটি শিশুর মাথায় আজ জন্ম থেকেই ৭৭,২০০ টাকার ঋণের বোঝা চেপে বসছে
- **রাজকোষে ঘাটতি:** পশ্চিমবঙ্গের রাজকোষ ঘাটতি জিএসডিপি-র ৪ শতাংশে পৌঁছেছে। বড় রাজ্যগুলোর মধ্যে অর্থনীতির এই হাল সবথেকে খারাপ
- তৃণমূল সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ করা টাকাও ঠিকমতো খরচ করতে পারছে না

২০২৪-২০২৫ (বাজেট অনুমান)	২০২৪-২৫ (বাস্তব অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ)	২০২৫-২৬ (অর্থবর্ষের বাজেট অনুমান)	২০২৫-২৬ (সালের সংশোধিত বাজেট)
৩.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা	৩.০৭ লক্ষ কোটি টাকা	৩.৭৪ লক্ষ কোটি	৩.৪৬ লক্ষ কোটি টাকা

- **অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মন্থর গতি:** ২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার (GSDP) ছিল গড়ে মাত্র ৪.৩ শতাংশ। যেখানে একই সময়ে সারা ভারতের গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৬ শতাংশ। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, উন্নয়নের দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে আছে
- **জিএসডিপি-তে (GSDP) বাংলার অবদান হ্রাস:** ভারতের মোট জিএসডিপি-তে পশ্চিমবঙ্গের যে অবদান ২০১২ অর্থবর্ষে ৭.১% ছিল, ২০২৫ অর্থবর্ষে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫.৫ শতাংশে। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের অবদান আগের চেয়ে অনেকটাই কমে গেছে
- **মাথাপিছু কম আয়:** পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মাথাপিছু আয় ভারতের গড় আয়ের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ কম

- **এফডিআই (FDI) বা বিদেশি বিনিয়োগে ধস:** রাজ্যে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ৩০% কমে গেছে,আগে যা ছিল ৩,৮১৭ কোটি টাকা, তা এখন কমে দাঁড়িয়েছে ২,৬৬২ কোটি টাকায়। ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৭,০০০ কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে গেছে। এর পেছনে প্রধান কারণ হলো তৃণমূলের 'সিন্ডিকেট রাজ' এবং শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলো বন্ধ করে দেওয়া এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিবেশকে ধ্বংস করা

শিল্পের অবক্ষয়

- **শিল্প-বিরোধী আইন:** তৃণমূল সরকার ২০২৫ সালে একটি নতুন আইন এনেছে যার মাধ্যমে ১৯৯৩ সাল থেকে রাজ্যে শিল্প গড়ার জন্য দেওয়া সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং আর্থিক ছাড় (Incentives) বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নতুন বিনিয়োগ আসার পথ কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোনও সুপরিকল্পিত জমি অধিগ্রহণ নীতি নেই

- **৬,৬৮৮টি কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়েছে:** রাজ্যসভার সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ৬৬৮৮টি কোম্পানি (যার মধ্যে ১১০টি বড় বা লিস্টেড কোম্পানিও আছে) এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। মূলত তৃণমূলের 'সিন্ডিকেট ট্যাক্স'-এর জুলুম থেকে বাঁচতেই তারা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে

- **MSME বা ক্ষুদ্র শিল্পে ৩০ লাখ কাজ বন্ধ:** ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ১৮,৪৫০টি ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ কাজ হারিয়েছেন

- **কর্মসংস্থান নিয়ে কোনো দিশা নেই:** কর্মসংস্থান তৈরির কোনও সঠিক পরিকল্পনা না থাকায় সিঙ্গুরের জমিদাতারা আজও চরম ভোগান্তির শিকার। সেখানে না হয়েছে কোনও কারখানা, আর না কৃষকরা সেই জমিতে ঠিকমতো চাষ করতে পারছে না

- তৃণমূলের শাসনকালে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া ১৫টি বড় বড় কোম্পানির তালিকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপশাসনের এক বড় প্রমাণ

ক্রম	কোম্পানির নাম	মোট মূল্যায়ন	যে বছর কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়েছে
১	নেটওয়েব টেকনোলজিস ইন্ডিয়া লিমিটেড	১৮,২৬৫ কোটি টাকা	২০২২-২৩
২	গ্যালান্ট বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড	১৪,২২৭ কোটি টাকা	২০২২-২৩
৩	ইউরেকা ফোর্বস লিমিটেড	১২,৫০৯ কোটি টাকা	২০২০-২১
৪	জেকে টায়ার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	১২,৪৮১ কোটি টাকা	২০১৪-১৫
৫	সনাতন টেক্সটাইলস লিমিটেড	৩,৯৫৮ কোটি টাকা	২০২১-২২
৬	গ্রিনপ্যানেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	৩,০৩৩ কোটি টাকা	২০২৪-২৫
৭	ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ডিয়া) লিমিটেড	২,৮১৯ কোটি টাকা	২০১৪-১৫
৮	ক্রপস্টার অ্যাগ্রো লিমিটেড	১,৭৬৯ কোটি টাকা	২০১৩-১৪
৯	অ্যাসোসিয়েটেড অ্যালকোহলস অ্যান্ড ব্রুয়ারিজ লিমিটেড	১,৮৫৩ কোটি টাকা	২০১৯-২০
১০	ম্যাগেলানিক ক্লাউড লিমিটেড	১,৫১০ কোটি টাকা	২০১৯-২০
১১	প্যানোরামা স্টুডিওস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	১,৩১৩ কোটি টাকা	২০১৯-২০
১২	অবানস ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড	১,০১৯ কোটি টাকা	২০১২-১৩
১৩	সেঞ্চুরি এক্কা লিমিটেড	১,০০০ কোটি টাকা	২০১১-১২
১৪	এলিন ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড	৮৮৮ কোটি টাকা	২০২৩-২৪
১৫	গ্রেটেক্স কর্পোরেট সার্ভিসেস লিমিটেড	৮০৫ কোটি টাকা	২০১৬-১৭

অবহেলিত জমি ও ফসল উৎপাদন

- **৪৭.৬% উচ্চশিক্ষিতরা বেকার:** পিএলএফএস (PLFS) রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের প্রায় অর্ধেক (৪৭.৬%) স্নাতকোত্তর (Postgraduate) ডিগ্রিধারী এবং ৩১.৩% ডিপ্লোমাধারী যুবক-যুবতী আজ সম্পূর্ণ বেকার। প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ যুবক পেটের দায়ে বা কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছেন

- লিওনেল মেসির কলকাতা সফরের মতো একটি ঐতিহাসিক ফুটবল ম্যাচ আয়োজনে প্রশাসনের চূড়ান্ত অযোগ্যতা প্রকাশ পেয়েছে। সঠিক পরিকল্পনার অভাবে এই বড় সুযোগটি শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্তরে রাজ্যের জন্য এক লজ্জাজনক ঘটনায় পরিণত হয়েছে

অবহেলিত জমি
ও ফসল উৎপাদন

তৃণমূল সরকার সেচ ব্যবস্থা, ফসলের সঠিক বাজার এবং চাষে বৈচিত্র্য আনার মতো দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চরম অনীহা দেখিয়েছে। সরকারের এই অবহেলার কারণেই আজ চাষিদের আয় থমকে গেছে এবং তাঁরা চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

- **সেচ ব্যবস্থার অভাব:** রাজ্যে মোট ৫২ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে মাত্র ৩৪ লক্ষ হেক্টরে সেচ ব্যবস্থা রয়েছে যা মোট জমির মাত্র ৫৩%। অর্থাৎ বাংলার প্রায় অর্ধেক চাষিই আজও কোনো ধরনের সেচ সুবিধা পাচ্ছেন না

- **আলু চাষিদের আত্মহত্যা:** তৃণমূল সরকারের আলু রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞার ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি এবং বর্ধমানে চরম কৃষি সংকট দেখা দেয়। ফলন বেশি হওয়া সত্ত্বেও চাষিদের ভিনরাজ্যের বাজারে আলু বিক্রি করতে দেওয়া হয়নি। ফলে আলুর দাম কমে উৎপাদন খরচেরও প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়

- **সার ও বীজের ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি:** তৃণমূল নেতাদের দখলে থাকা দুর্নীতিগ্রস্ত সমবায় সমিতিগুলোর (PACS) চক্রান্তে চাষিরা আজ দিশেহারা। এছাড়া 'বাংলার শস্য বিমা'-র টাকা পেতে ৬ থেকে ১২ মাস দেরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতির চাপে পড়ে ২০২১ সালে একটি মাত্র জেলাতেই ১২২ জনেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছেন

- **ধান উৎপাদনে বিপর্যয়**
    - **শীর্ষস্থান হারিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ:** একসময় ভারতের 'ধানের গোলা' হিসেবে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ ধান উৎপাদনে প্রথম স্থান থেকে পিছিয়ে এখন তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে। উত্তরপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা পশ্চিমবঙ্গকে ছাপিয়ে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। এ প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী অন্তত একটি 'ব্রোঞ্জ মেডেল' তো পেয়েছেন
    - **পোকার আক্রমণে বিপন্ন চাষ:** 'বাদামি শোষক পোকা' (Brown Planthopper) ধানের ব্যাপক ক্ষতি করছে, কিন্তু রাজ্য সরকার এই পোকা নিয়ন্ত্রণে কোনো কার্যকরী বা সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়নি। এর ফলে রাজ্যের ধান উৎপাদন এক বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়েছে

- **মৎস্যজীবীদের চরম দুর্দশা:**
    - **ভর্তুকি নিয়ে দুর্নীতি:** শত শত মৎস্যজীবী সরকারি ভর্তুকি নিয়ে হওয়া দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুরে 'বেহুন্দি' প্রকল্পের আওতায় ঋণের টাকা সরকারি অফিসার এবং তৃণমূল ঘনিষ্ঠ সমবায় নেতারা আত্মসাৎ করেছেন। ফলে জেলেরা তাঁদের প্রাপ্য ভর্তুকির সামান্য অংশই হাতে পেয়েছেন
    - **ইলিশের আকাল:** সরকারের ব্যর্থতায় রাজ্যে ইলিশ মাছের উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে গেছে। ২০১১ সালে যেখানে ১৬,৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ ধরা পড়ত, ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬,৮০০ মেট্রিক টনে। পরিস্থিতি এমন

পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন গুজরাট এবং মায়ানমার থেকে ইলিশ আমদানি করে রাজ্যের চাহিদা মেটাতে হচ্ছে

- **মাছ উৎপাদনে ধীর গতি:** সারা ভারতে মাছের উৎপাদন যেখানে ২৬% বেড়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে মাত্র ১৫%। এর প্রধান কারণ হলো মাছ চাষের জলাশয়গুলোর ওপর তৃণমূল আশ্রিত গোষ্ঠীগুলোর দখলদারি, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাপক তোলাবাজি

- **দুগ্ধ শিল্পে অবহেলা:** ২০১১-১২ থেকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে সারা ভারতে দুধের উৎপাদন যেখানে ৮৭% বেড়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে মাত্র ৬৪%। রাজ্য সরকারের চরম খামখেয়ালি ও দায়সারা মনোভাবই এর প্রধান কারণ

- **কৃষকদের জমি জবরদখল:** রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে কৃষকদের জমি জোর করে দখল করা হচ্ছে। শাসকদল ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন গোষ্ঠীর হাতে বাণিজ্যিক উন্নয়নের নামে জমি বিক্রি করে দিতে কৃষকদের বাধ্য করা হচ্ছে, পাট্টা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অসহায় চাষিদের কাছে আর কোনও বিকল্প রাস্তা রাখা হচ্ছে না

স্বাস্থ্য পরিষেবায়

চরম উদাসীনতা

- পশ্চিমবঙ্গে ৫,০০০ থেকে ৫,৫০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC) এখনও তৈরি হয়নি। আর যেগুলো রয়েছে, সেগুলোতেও ডাক্তার ও চিকিৎসা সরঞ্জামের চূড়ান্ত অভাব
- রাজ্যের স্বাস্থ্য খাতে খরচ জিডিপি-র মাত্র ১.২ শতাংশে আটকে আছে, যা নিয়ম অনুযায়ী অন্তত ২.৫ শতাংশ হওয়া উচিত ছিল
- ১,১০০ কোটি টাকা খরচ করে রাজ্যে ৪১টি 'সুপার স্পেশালিটি' হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা কর্মী না থাকায় দামী সব মেশিন পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এগুলো এখন সাধারণ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চেয়ে বেশি কিছু নয়
- ২০১৯ সালে রাজ্যে ১,৫৯৪টি সরকারি হাসপাতাল ছিল, যা ২০২৪ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১,৫১০টিতে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যের বাজেটও ২০১৯-২০ সালের (২,৩৯৩ কোটি) তুলনায় ২০২৪-২৫ সালে (২,৩০৩ কোটি) বাড়ার বদলে কমে গেছে
- মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক জেদের জন্য রাজ্যে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প আটকে দিয়েছেন। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ ৫ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে কেন্দ্রীয় চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন
- 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প এখন এক চরম সংকটের মুখে। রাজ্য সরকারের কাছে শত শত কোটি টাকা বকেয়া থাকায় বেসরকারি হাসপাতালগুলো এই কার্ডে মুমূর্ষু রোগীদের ভর্তি নিতে চাইছে না

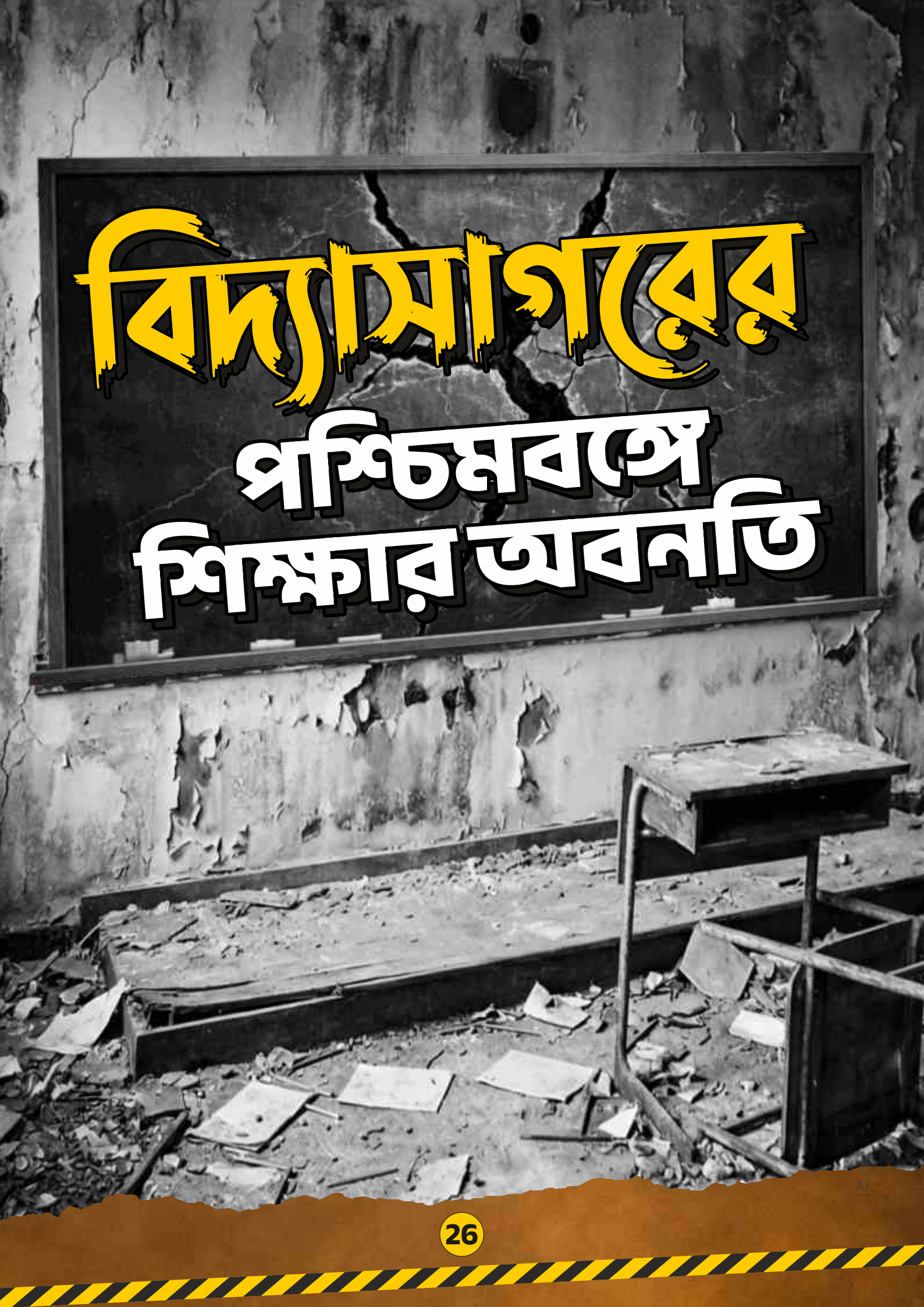
বিদ্যাসাগরের
পশ্চিমবঙ্গে
শিক্ষার অবনতি

- এসএসসি দুর্নীতির কারণে প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক তাঁদের চাকরি হারিয়েছেন। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষক দিয়ে অন্তত ১,০৪০টি স্কুল চালানো সম্ভব ছিল, যা লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ গড়তে পারত
- রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও পুরনো ধাঁচেই আটকে আছে। জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP)-র সঙ্গে এর কোনো সামঞ্জস্য নেই, যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান যুগের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে
- মমতা ব্যানার্জীর 'তরুণের স্বপ্ন' এবং 'সবুজ সাথী'-র মতো প্রকল্পগুলোও এখন দুর্নীতির শিকার। তথ্য জালিয়াতি করে টাকা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং সরকারি সাইকেল খোলা বাজারে ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে
- ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ৯ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী সরকারি স্কুল ছেড়ে বেসরকারি স্কুলে চলে গেছে। তৃণমূল সরকারের ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর থেকে মানুষের ভরসা উঠে যাওয়ার এটিই সবথেকে বড় প্রমাণ
- রাজ্যে ৩,৮০০-র বেশি এমন স্কুল আছে যেখানে একজনও পড়ুয়া নেই, অথচ সেখানে প্রায় ১৮,০০০ শিক্ষক বহাল রয়েছেন। সারা দেশে এই ধরনের 'শূন্য পড়ুয়া' স্কুলের মোট শিক্ষকের ৮৬ শতাংশই আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের
- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এনআইআরএফ (NIRF) র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৬ থেকে ৪৭ নম্বরে নেমে গেছে। একইভাবে এক সময়ের শ্রেষ্ঠ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান ১২ থেকে নেমে ১৮-তে দাঁড়িয়েছে
- কেন্দ্রীয় নিয়মনীতি না মানায় ২০২৪-২৫ সালে 'সমগ্র (সর্ব) শিক্ষা অভিযান'-এর কোনও তহবিল পাওয়া যায়নি। ২০২৫-২৬ সালে কেন্দ্র ৩,৪৬৭.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও, রাজ্যে এর রূপায়ণ কার্যত অচল হয়ে পড়ে আছে
- সারা দেশের স্কুলে ইন্টারনেটের গড় হার যেখানে ৬৩.৫%, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলোতে এই হার মাত্র **১৬ শতাংশ**
- সারা দেশে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার ১২,৯২৬ কোটি টাকার 'পিএম-উষা' (PM-USHA) প্রকল্প চালু করেছে। কিন্তু তৃণমূল সরকার সেই প্রকল্পের সমঝোতা পত্রে (MoU) সই করতে অস্বীকার করায় রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই বড় অনুদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে

আক্রান্ত সংস্কৃতি

নিজের নির্দিষ্ট ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় নিরাপত্তার সাথে আপস করেছেন, রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে দিয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির ওপর সরাসরি আঘাত হেনেছেন।

জনবিন্যাস পরিবর্তন ও তোষণ নীতি

- **মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১০২% বেশি:** ২০০১ থেকে ২০১১ সালের জনশুমারির তথ্য অনুযায়ী, হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১০২% বেশি ছিল। তৃণমূলের 'খোলা সীমান্ত' নীতির কারণেই এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে

- **বাজেটে চরম বৈষম্য ও তোষণ:** সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের জন্য যেখানে ৫,৭১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেখানে অনগ্রসর শ্রেণী (Backward Classes) দপ্তরের জন্য রাখা হয়েছে মাত্র ২,৫৩৩ কোটি টাকা, যা সংখ্যালঘু বাজেটের অর্ধেকেরও কম। ইমামদের মোটা অঙ্কের ভাতা দিলেও আদিবাসী ও স্থানীয় উন্নয়ন পর্ষদগুলোকে অর্থকষ্টে রাখা হয়েছে

দপ্তর	২০১১-১২ (কোটি টাকা)	২০২৬-২৭ (কোটি টাকা)	বৃদ্ধি
সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা	৩৩০	৫,৭১৩	১৭.৩ গুণ
অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ	৩৮১	২,৫৩৩	৬.৬ গুণ
ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতি ক্ষুদ্র শিল্প এবং বস্ত্র	২৭৬	১,২৫০	৪.৫ গুণ
পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন	১৯৫.৬	৮১০	৪.১ গুণ
নগরোন্নয়ন এবং পৌর বিষয়ক	৩,৪৮৫	১৩,৫৯৫	৩.৯ গুণ
কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ	৪০০	১,৪৬৪	৩.৭ গুণ
বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি	২৪.৮	৮২	৩.৩ গুণ
সেচ এবং জলপথ	১,৪০৮	৪,২১৪	৩.০ গুণ
সুন্দরবন উন্নয়ন	২২৭	৬৪২	২.৮ গুণ

- **ওবিসি (O B C) তালিকায় কারচুপি:** তৃণমূল সরকার অসাংবিধানিকভাবে ৭৭টি সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যার মধ্যে ৭৫টিই ছিল মুসলিম সম্প্রদায়। এর ফলে প্রকৃত অনগ্রসর শ্রেণির মানুষেরা তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। হাইকোর্ট সঠিকভাবেই এই পদক্ষেপকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিয়েছে

- **২৬৮৮ জন অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার:** বিএসএফ (BSF)-এর সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ এখন অবৈধ অনুপ্রবেশের প্রধান প্রবেশপথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূলের সিন্ডিকেটগুলো ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ড তৈরি করে এই অনুপ্রবেশে সরাসরি সাহায্য করছে

- **ওয়াকফ (Waqf) সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন:** যাচাইয়ের জন্য আপলোড করা ওয়াকফ সম্পত্তিগুলোর মধ্যে ৩,৫০৯টি সম্পত্তি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এটি প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও সদিচ্ছা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলেছে

- **'চিকেন'স নেক' (Chicken's Neck) সংকট:** তোষণ রাজনীতির কারণে শিলিগুড়ি করিডোর বা দেশের কৌশলগত 'চিকেন'স নেক' এলাকা আজ চরম ঝুঁকির মুখে। ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে জাতীয় নিরাপত্তাকে গুরুত্ব না দেওয়ায় উত্তরবঙ্গে জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে এবং প্রশ্নের মুখে দেশের অখণ্ডতা

- **সাম্প্রদায়িক অস্থিরতায় উস্কানি:** কলকাতার ধরণা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন যে, একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় চাইলে এক সেকেন্ডে সব ধ্বংস করে দিতে পারে।এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক

- **আম ও রেশম শিল্প ধ্বংস:** মালদহের ঐতিহাসিক আম বাগানগুলো জমি মাফিয়াদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সিন্ডিকেট রাজের মদতে আম বাগান কেটে সেখানে অবৈধ আবাসন তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে, আধুনিকীকরণের অভাব এবং ফান্ডের অভাবে মালদহের বিশ্বখ্যাত রেশম শিল্প আজ মৃতপ্রায়

- **গরু পাচার ও জাল নোটের সিন্ডিকেট:** মালদহ এখন ভারতের 'জাল নোটের রাজধানী'তে পরিণত হয়েছে। সীমান্তে বিএসএফ কর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালানো হচ্ছে গরু পাচার ও জাল নোটের কারবারিদের রক্ষা করার জন্য। তোষণ রাজনীতির কারণে অপরাধীরা আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে

বাঙালির অস্মিতা ও ঐতিহ্যের ওপর আঘাত

- **বাংলা ভাষা বিকৃতি:** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিকল্পিতভাবে বাংলা পাঠ্যবইয়ে উর্দু শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছেন। বাঙালির ভাষাগত গর্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে 'রামধনু'-র বদলে 'রংধনু' এবং 'জল'-এর বদলে 'পানি' শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, যা পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিপন্থী

- **মনীষীদের অপমান ও ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত:** এ রাজ্যের পাঠ্যবইয়ে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর মতো বীর শহিদকে 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করেছেন, সনাতন ধর্ম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীদের ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন

- **মতুয়াদের অপমান:** সিএএ (CAA) বিরোধী প্রচারের আড়ালে তৃণমূল মতুয়া সম্প্রদায়কে কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে তাঁদের ধর্মীয় ভাবাবেগে চরম আঘাত হেনেছেন

- **রাষ্ট্রপতির অবমাননা:** ভারতের সর্বোচ্চ পদ, মাননীয়া রাষ্ট্রপতিকে অপমান করেছে তৃণমূল সরকার। তৃণমূল সরকারের কোনও প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতির পশ্চিমঙ্গ সফরে নিয়ম মেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাননি। তিনি আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে প্রধান অতিথি হয়ে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। রাষ্ট্রপতির এই সফরকেও রাজনীতিকরণ করে তৃণমূল সরকার। বার বার সভাস্থল পরিবর্তন করা হয় এবং মূল সভা প্রাঙ্গণ থেকে সরিয়ে এক ঘিঞ্জি জায়গায় সভা করতে বাধ্য করা হয়। রাষ্ট্রপতি তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে মুখ্যমন্ত্রী ধর্নামঞ্চ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য করেন। সমাজের এক পিছিয়ে পড়া অংশ থেকে উঠে আসা দেশের সর্বোচ্চ পদের অধিকারিণী একজন মহিলার প্রতি এই অবজ্ঞা অত্যন্ত অসম্মানজনক

- **ওয়াকফ নিয়ে দাঙ্গা:** মুর্শিদাবাদ ও হুগলিতে ওয়াকফ আইনকে কেন্দ্র করে হওয়া হিংসায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালিয়েছে। ১১৩টি হিন্দু বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় ৫০০ মানুষ গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি পুলিশও নিজের প্রাণভয়ে দোকানে আশ্রয় নেয়

চা শ্রমিকদের

সুরক্ষা ও চা শিল্পে চরম অবহেলা

- বোনাস এবং মজুরি নিয়ে বিবাদের জেরে উত্তরবঙ্গের প্রায় ২৫টি চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে চা শিল্পের ওপর নির্ভরশীল প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা আজ চরম সংকটের মুখে
- চা শ্রমিকরা আজও প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF), ন্যূনতম মজুরি এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। রাজ্য শ্রম দপ্তর এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে
- উত্তরবঙ্গে চা উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২৩ সালে যেখানে ৪৩.৩৫ কোটি কেজি চা উৎপাদিত হয়েছিল, ২০২৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৬.৯১ কোটি কেজি, অর্থাৎ এক বছরেই উৎপাদন প্রায় ১৫% কমে গেছে
- মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত 'চা পর্যটন' (Tea Tourism) প্রকল্পটি আদতে শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার একটি কৌশল। কার্যকরী চা বাগানগুলো বন্ধ করে দিয়ে সেই জমি শাসকদলের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং 'ল্যান্ড মাফিয়াদের' হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে
- প্রভাবশালী শিল্পপতি ও একশ্রেণীর পুঁজিপতিরা পরিবেশের নিয়ম তোয়াক্কা না করে হাতি চলাচলের করিডোর, চা বাগান এবং ডুয়ার্সের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধভাবে রিসর্ট তৈরি করছে

উত্তরবঙ্গ

বঞ্চনার এক করুণ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গকে কার্যত একটি পরিত্যক্ত উপনিবেশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তৃণমূল সরকার এখানকার পরিকাঠামো উন্নয়নের কোনও ব্যবস্থা না করে সিন্ডিকেটরাজের হাতে চা ও কাঠ শিল্পকে ধ্বংস হতে দিয়েছে।

- **চা বাগানের মৃত্যুফাঁদ:** তরাই ও ডুয়ার্সের ৩০০টি চা বাগানের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই এখন রুগ্ন অথবা বন্ধ হয়ে গেছে। পিএফ (PF) বকেয়া এবং নামমাত্র মজুরির কারণে প্রায় ৫ লক্ষ শ্রমিক আজ অনাহারের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন

- **'চা সুন্দরী' প্রকল্পের জালিয়াতি:** বহুল প্রচারিত 'চা সুন্দরী' আবাসন প্রকল্প এখন এক বিশাল কেলেঙ্কারিতে পরিণত হয়েছে। নিম্নমানের নির্মাণকাজ এবং ব্যাপক অর্থ তছরুপের ফলে হাজার হাজার প্রতিশ্রুত বাড়ি আজ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। চা শ্রমিকরা মাথার ওপর ছাদ পেলেন না, অথচ দুর্নীতিবাজ ঠিকাদাররা সরকারি টাকায় পকেট ভরল। টি ট্যুরিজমের নামে চা শ্রমিকদের নিজেদের জমি বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে নদীর ধারে, জঙ্গলের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গায় বানানো হয়েছে বিলাসবহুল রিসর্ট

- **তিস্তা ব্রিজ ও পরিকাঠামোয় বাধা:** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেভক করোনেশন ব্রিজের বিকল্প সেতু তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১,১৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকার গত চার বছর ধরে জমি অধিগ্রহণের কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রেখেছে। এর ফলে পাহাড় ও সমতলের লক্ষ লক্ষ মানুষের যোগাযোগ ও নিরাপত্তা আজ বড়সড় হুমকির মুখে

- **অপরাধের আস্তানা ও অনুপ্রবেশ:** মালদহের কালিয়াচক এবং শিলিগুড়ির লেনিন কলোনি এখন জাল নোট (FICN), সীমান্ত পারের মাদক পাচার এবং অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অভিযোগ, তৃণমূলের ছত্রছায়ায় এই এলাকাগুলো এখন অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে

রাঢ়বঙ্গ

সিন্ডিকেটের মুক্তাঞ্চল

রাঢ়বঙ্গকে কার্যত তৃণমূলের খনি মাফিয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করছে এবং আদিবাসী জনজাতির ওপর নিরন্তর সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

- **বালি, কয়লা ও খনিজ লুঠ:** তৃণমূল সিন্ডিকেটের মদতে বীরভূম, আসানসোল ও বাঁকুড়া শিল্পাঞ্চলে অবৈধ কয়লা ও বালি পাচার চলছে দেদার। এই প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠের ফলে একদিকে যেমন রাজকোষ শূন্য হচ্ছে, অন্যদিকে স্থানীয় পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে
- **বগটুই হত্যাকাণ্ড:** বীরভূমে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সিন্ডিকেট যুদ্ধের জেরে মহিলা ও শিশুসহ ১০ জন নিরীহ মানুষকে ঘরের ভেতর আটকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তৃণমূল নেতাদের ভয়ে সাক্ষীরা মুখ খুলতে না পারায় সিবিআই-কে (CBI) শেষ পর্যন্ত বীরভূমের বাইরে এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া সরাতে হয়েছে
- **দেউচা-পাঁচামিতে আদিবাসী নিপীড়ন:** বড় কয়লা প্রকল্পের দোহাই দিয়ে তৃণমূল জোর করে আদিবাসী পরিবারগুলোকে তাঁদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করছে। তাঁদের প্রাপ্য এসটি (ST) সার্টিফিকেট দিতেও টালবাহানা করা হচ্ছে
- **ন্যূনতম পরিষেবা থেকেও বঞ্চনা:** পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার গ্রামগুলোতে আজও পানীয় জলের তীব্র সংকট। অথচ তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পকে আটকে রেখেছে। এমনকি সাধারণ টিউবওয়েল বসানোর জন্যও স্থানীয় তৃণমূল নেতারা সাধারণ মানুষের কাছে মোটা অঙ্কের ঘুষ চাইছে

কলকাতা: সিন্ডিকেট আর অবহেলায় জরাজীর্ণ মহানগর

একসময়ের ভারতের গর্ব এই শহর আজ ভেঙে পড়া পরিকাঠামো, মাফিয়া রাজ এবং তীব্র যানজটের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পাচ্ছে।

- **উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি:** কলকাতা মেট্রো প্রকল্পের সম্প্রসারণে বারবার বাধা সৃষ্টি করায় সুপ্রিম কোর্ট তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় ধমক দিয়েছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে যে, জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত কোনো উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে যেন রাজনীতি করা না হয়
- **ভয়াবহ পরিকাঠামো বিপর্যয়:** কয়েক দশক ধরে চলা বেআইনি নির্মাণ এবং 'কাট-মানি' সংস্কৃতির ফলে শহরের পরিকাঠামো আজ পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন। এর জ্বলন্ত উদাহরণ, আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ড এবং বিবেকানন্দ (পোস্তা) ও মাঝেরহাট উড়ালপুল ভেঙে পড়ার মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এই ঘটনাগুলিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এই রাজ্যে সাধারণ মানুষের জীবনের বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা নেই
- **মানব পাচারের স্বর্গরাজ্য:** দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা বর্তমানে নাবালিকা পাচারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই পাচারকারী সিন্ডিকেটগুলোকে রুখতে বা তাদের নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে তৃণমূল প্রশাসন পুরোপুরি ব্যর্থ

বন্ধ হোক মানব পাচার

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পরিবর্তনের সময় এসেছে

বিগত ১৪ বছরের যন্ত্রণাময় শাসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস বাংলাকে কার্যত নিঃস্ব করে দিয়েছে। তারা একদিকে যেমন গরিবের রেশন চুরি করেছে, তেমনি অন্যদিকে যুবকদের ভবিষ্যৎ আর চাকরিকে নিলামে তুলেছে। তারা আমাদের ঘরের মেয়েদের ধর্ষকদের আড়াল করেছে এবং রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের সীমান্তকে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর এবং বিবেকানন্দের সেই গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে শেষ করে সেখানে বোমা, কাট-মানি আর সিন্ডিকেট সন্ত্রাসের সংস্কৃতি কায়েম করেছে। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা, আজ প্রতিটি ক্ষেত্রই পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। নারী, যুবক, আদিবাসী, মতুয়া এবং মধ্যবিত্ত, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ আজ তৃণমূলের হাতে নির্মমভাবে প্রতারিত। তৃণমূল আজ আর কোনও সরকার নয়, বরং একটি সুসংগঠিত অপরাধী চক্রে পরিণত হয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের আত্মাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শ্বাসরোধ করে মারছে।

এই অন্ধকার কালো অধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ আর একদিনও সইবে না। পশ্চিমবঙ্গ আজ বিচার চায়, পশ্চিমবঙ্গ আজ মুক্তি চায়।

তৃণমূল সরকার **'ভয়'**-কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে শাসন করেছে, কিন্তু বিজেপি সুশাসনের ভিত্তি হিসেবে মানুষের কাছে **'ভরসা'** নিয়ে আসছে। তৃণমূলের শাসনের মূল কথা হলো ভয় দেখানো, আর বিজেপির লক্ষ্য হলো মানুষের মনে ভরসা জোগানো।

এই 'ভয়' বনাম 'ভরসা'-র লড়াইয়ে পশ্চিমবঙ্গের ডাক আজ স্পষ্ট। নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং দ্রুত গতির উন্নয়নের জন্য চাই **ডবল-ইঞ্জিন সরকার**।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে আনা চার্জশিটের বিপরীতে

বিজেপি

আনতে চলেছে

ভরসাপত্র

বিজেপি

বিজেপি

স্ক্যান করুন

ভয়ের উপাখ্যান

সম্পর্কে আরও বিশদে জানতে

পাল্টানো দরকার
চাই বিজেপি সরকার!